# বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি

## উৎস, বিকাশ ও প্রভাব

*ইংরেজি রচনা*

আবুল বারকাত

রওশন আরা

এম. তাহের উদ্দিন

ফরিদ এম জাহিদ

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান

*ভাষান্তর*

সেলিম রেজা

সাজেদা রেহানা

HDRC নিজেরা করি nijera kori ALRD এএলআরডি

র‍্যামন পাবলিশার্স

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক-অর্থনীতি গবেষণা অতীতে হয়নি। আমরা মাদ্রাসা বিষয়ে যেসব নীতি-নির্দেশনা পেয়েছি তা খুবই যৎসামান্য, যদিও মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে এসব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এই গ্রন্থে বিস্তৃত পরিসরে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার রাজনৈতিক-অর্থনীতির চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মর্মকথা উপস্থাপন জরুরি যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো: ছাত্র ও শিক্ষকসহ বিভিন্ন মাদ্রাসার ধরন অনুযায়ী মাদ্রাসার বৃদ্ধি এবং সময় পরিক্রমা; পাঠ্যক্রম; মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা; অর্থায়ন; মেয়েদের শিক্ষার মর্যাদা ও সংকীর্ণতা; ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় পাঠানো; কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধা; আধুনিক যুগে মাদ্রাসা শিক্ষা; মৌলবাদের বর্তমান উদ্বিগ্নতা এবং এরকম আরো অনেক কিছু। মাদ্রাসা শিক্ষার চাহিদা, সরবরাহ, উপযোগ প্রভাব-অভিঘাত সম্পর্কে নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম মনীষীদের উত্থান এবং বিকাশ বিশ্লেষণে স্পষ্ট বোঝা যায়– মাদ্রাসা শিক্ষা উদ্ভবসূত্রে পশ্চাদমুখী ছিল না। রাজতন্ত্রসহ শোষকদের রাষ্ট্রতন্ত্র ও সরকার ব্যবস্থা জিইয়ে রাখার প্রয়োজনে তা পশ্চাদমুখী হতে বাধ্য হয়।

এই গবেষণাগ্রন্থটি মূলত অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে অনেক চিন্তাউদ্রেককারী বিষয়ে ফলাফল প্রকাশ করে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যেমন: বাংলাদেশে প্রতি ৩ জনের ১ জন মাদ্রাসা ছাত্র– এর ফলে এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের নিয়োগে বড় ধরনের ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা সাধারণ শিক্ষার পরিবর্তে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়; মাদ্রাসার শিক্ষার (উভয় সংখ্যা এবং ছাত্র) বৃদ্ধি ইতিবাচকভাবে সেনা-স্বৈরাচার শাসনামলের সাথে সম্পর্কিত যা এটাই নির্দেশ করে যে, গণতন্ত্রের অভাব শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকৃত করে। মাদ্রাসা শিক্ষায় বেকার ডিগ্রিধারীর সংখ্যা অনেক বেশি যা জাতীয় সম্পদের অপচয়, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থান এবং জঙ্গিবাদের উর্বর ভূমি সৃষ্টির সহায়ক। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যয় অত্যুচ্চ। পরিশেষে এটি বলা যায়, রাষ্ট্রের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাধারণ শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ করে দেয়া উচিত; সরকারের উচিত বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসার ওপর, অধিক গুরুত্ব দিয়ে মানবসম্পদ গঠন বিষয়ে গভীর চিন্তা করা। শিক্ষাকে শেষবিচারে হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল এবং উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রগঠন সহায়ক অন্যতম মাধ্যম।

একটি র‍্যামন প্রকাশনা

**বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি**
**উৎস, *বিকাশ ও প্রভাব***

Political Economy of Madrasa Education in Bangladesh
*Genesis, Growth and Impact*

প্রথম বাংলা ভাষান্তর প্রকাশ : র‍্যামন পাবলিশার্স, জুলাই ২০১৭
প্রথম প্রকাশ (ইংরেজি) : র‍্যামন পাবলিশার্স, মার্চ ২০১১
স্বত্ব ২০১৭ © আবুল বারকাত, রওশন আরা, এম তাহের উদ্দিন,
ফরিদ এম জাহিদ, মুহম্মদ বদিউজ্জামান
বাংলাদেশে সৈয়দ রহমত উল্লাহ্ কর্তৃক প্রথম প্রকাশ
র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮০-২-৯৫১৫২২৮, ramonpublishers@gmail.com
www.ramonpublishers.com

**প্রচ্ছদ : নাসিম আহমেদ**
**বর্ণবিন্যাস : মেঘদূত, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫**
**মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা**

লেখকবৃন্দ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

গ্রন্থটি এ শর্তে বিক্রি করা হলো, যে আকারে এটি প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে অন্যরূপ বাঁধাই বা প্রচ্ছদে এবং একই ধরন ছাড়া ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবসাসূত্রে বা অন্যভাবে স্বত্বাধিকারীর অথবা প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি না নিয়ে এ গ্রন্থ ধার, পুনঃবিক্রি, ভাড়া দেওয়া বা অন্যভাবে প্রচার করা যাবে না। সেইসঙ্গে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ আইন অনুসারে পরবর্তী ক্রেতার উপর এ শর্তও আরোপ করা হচ্ছে যে, এ গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী এবং প্রকাশক উভয়েরই লিখিত পূর্বসম্মতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি বা উপায়ে (ইলেক্ট্রনিক, মেকানিক্যাল, ফটোকপি বা অন্যভাবে) এ প্রকাশনার কোনো অংশ কোনো প্রকার মজুত, পুনঃমুদ্রণ বা পুনরুদ্ধারপদ্ধতিতে উপস্থাপন বা প্রেরণ করা যাবে না।

এ গ্রন্থের প্রকাশিত মতামত গ্রন্থকারবৃন্দের একান্তই নিজস্ব।
গ্রন্থকারবৃন্দের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এবং 'নিজেরা করি'র কোনো মতামত এতে প্রতিফলিত হয়নি।

ISBN 984-70350-0251-4

**বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রকাশক বা প্রধান গ্রন্থকারের সাথে যোগাযোগ করুন**
**আবুল বারকাত**
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
(ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com, info@hdrc-bd.com,
ওয়েব সাইট: www.hdrc-bd.com
ফোন: ৯৬৬১১৯০০-১৯ (এক্স- ৪৪৩৫), ০১৭৫৬১৪২৩১৫
(৮৮০-২) ৫৮১৫০৩৮১, ৫৮১৫৭৬২১ ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮১৫৭৬২০)

উদ্ধৃতি সুপারিশ: আবুল বারকাত, রওশন আরা, এম তাহের উদ্দিন, ফরিদ এম জাহিদ, মুহম্মদ বদিউজ্জামান (২০১৭)। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি: উৎস, *বিকাশ ও প্রভাব*। বাংলা ভাষান্তর : সেলিম রেজা ও সাজেদা রেহানা। র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

# সূচিপত্র


মানচিত্র, চিত্র সারণি ও প্রদর্শ তালিকা/১৩-১৮
গ্রন্থকারবৃন্দ/১৯
প্রসঙ্গ বাংলা ভাষান্তর/২১-২২
কৃতজ্ঞতা/২৩-২৬

অধ্যায় ১ : **ভূমিকা/২৭-৩৬**
প্রাক্কথন/২৭, গবেষণা পন্থা ও পদ্ধতি/২৮, পরিমাণগত ও গুণগত জরিপের জন্য নমুনা তৈরি/৩০, তথ্য সংগ্রহের উপাদান/৩৩, গবেষণা বাস্তবায়ন/৩৪, বইটির কাঠামো/৩৫

অধ্যায় ২ : **শিক্ষার অর্থ: কাল পরিক্রমা/৩৭-৫১**
সূচনা বক্তব্য/৩৭, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা/৩৮, শিক্ষা ও সমাজ/৩৯, শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য/৪১, উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা সংকট/৪৪, ইসলামি যুগের পূর্বে শিক্ষার ক্রমবিকাশ/৪৫, প্রাচীন সভ্যতাসমূহে শিক্ষাঃ মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং উত্তর চীন/৪৫, মায়া, আযটেক এবং ইনকার নব্য বিশ্ব সভ্যতা/৪৭, প্রাচীন ভারতবর্ষ/৪৭, প্রাচীন হিব্রু/৪৮, প্রাচীন গ্রিক/৪৯, প্রাচীন রোম/৫০, প্রাচীন পারস্য/৫১

অধ্যায় ৩ : **বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থাঃ মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সম্পর্ক/৫২-৬৬**
সূচনা/৫২, সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা/৫৩, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা/৫৪, সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রম/৫৭, আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম/৬৩, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম/৬৪, বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা/৬৫

অধ্যায় ৪ : **ইসলামে শিক্ষার ধারণা/৬৭-৭৭**
ইসলামে শিক্ষা/৬৭, নারীর শিক্ষা/৬৮, বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানের অবদান/৭০, গ্রিক লেখনীর বা রচনার রূপান্তর/৭০, ইসলামি শিক্ষা পরিপ্রেক্ষিত/৭৫

অধ্যায় ৫ : **মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি এবং ভারতীয় উপমহাদেশে পরিবর্তিত রূপ/৭৮-১০৩**
মুসলিম শিক্ষার প্রতিষ্ঠান/৭৮, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্রাসা/৭৯, ভারতীয় উপমহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা/৮২, মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষা (১৫২৬-১৮৫৭)/৮৫, বাংলায় মাদ্রাসা (বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বাংলা)/৮৭, সুলতান ও মুঘল শাসনামলে বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য/৮৮, ব্রিটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা (১৭৫৭-১৯৪৭)/৯০, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া প্রতিষ্ঠা, কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গ (১৭৮১)/৯১, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা/৯৩, মাদ্রাসা সংস্কারের জন্য কমিটি এবং কমিশন/৯৫, মহামেডান শিক্ষা সম্মেলন ১৯০৬/৯৭, ন্যাথান কমিটি ১৯১২/৯৭, কলকাতা মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা কমিটি/৯৭, মমিন কমিটি/৯৮, মওলা বক্স কমিটি ১৯৩৮/৯৮, পূর্ব বাংলা শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি ১৯৪৬-১৯৫১/৯৯, পাকিস্তানে মাদ্রাসা শিক্ষা ১৯৪৭-৭১/৯৯, পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন ১৯৫৭/১০০, ইসলামিক আরাবিক ইউনিভার্সিটি ১৯৬৩-৬৪/১০০, নতুন শিক্ষা নীতিমালা ১৯৬৯/১০০, *কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন* ১৯৭২/১০১, ১৯৭৭ সালের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্কিম কমিটি/১০১, *মনিরুজ্জামান কমিশন* ২০০৩/১০২

অধ্যায় ৬ : **মাদ্রাসা : সংখ্যা, বিকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য/৬৪-৭৯**
বাংলাদেশে মোট মাদ্রাসা সংখ্যা/৬৪, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশ/৬৮, মোট মাদ্রাসার প্রক্ষেপিত সংখ্যা, ২০১০-২০৫০/৭৪, মাদ্রাসার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য/৭৫, অবকাঠমো এবং ভবনসমূহ/৭৬, পাঠাগার/৭৭, নতুন অন্তর্ভুক্ত এবং স্নাতক ডিগ্রি/৭৯

অধ্যায় ৭ : **মাদ্রাসার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা/১০৪-১৩১**
প্রশাসনিক কাঠামো: কমিটি, সদস্য সংখ্যা, সন্তুষ্টি এবং সদস্যদের সারসংক্ষেপ/১৩২, মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনার রাজনৈতিক সংযুক্তি বা সম্পৃক্ততা/১৩৬

অধ্যায় ৮ : **মাদ্রাসার আর্থিক ব্যবস্থাপনা/১৪২-১৬৩**
প্রারম্ভিক বক্তব্য/১৪২, আলিয়া মাদ্রাসার আর্থিক কাঠামো/১৪৩, কওমি মাদ্রাসার আর্থিক কাঠামো/১৪৫, মাদ্রাসার বার্ষিক ব্যয়/১৪৯, মাদ্রাসার বার্ষিক আয়/১৫৮

অধ্যায় ৯ : **মাদ্রাসা শিক্ষার্থী : সংখ্যা, বিকাশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অগ্রাধিকার, এবং আগ্রহের বিষয়সমূহ/১৬৪-১৯৮**
প্রারম্ভিক কথা/১৬৪, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর বহুধা : সঠিক সংখ্যা কত?/১৬৫, সময়ানুক্রমিক প্রবণতা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর উত্থান/১৭৩, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর প্রক্ষেপণকৃত মোট সংখ্যা ২০১০-২০৫০/১৮০, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা/১৮২, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা/১৮৩, পরিবার সদস্যদের পেশা/১৮৪, অর্থনৈতিক অবস্থা/১৮৪, শিক্ষার্থীদের সামাজিক অবস্থান/১৮৭, পাঠ্যক্রমে অগ্রাধিকারমূলক বিষয়সমূহ/১৮৯, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত/১৯১, উচ্চতর

শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ/১৯৩, অধিকার এবং সামাজিক ইস্যু সম্পর্কে বোধগম্যতা বা জ্ঞান/১৯৪, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অনুকরণীয় মডেল এবং আদর্শ ব্যক্তিত্ব/১৯৬

**অধ্যায় ১০ : মাদ্রাসা শিক্ষক : সংখ্যা, প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান/১৯৯-২২৪**

মাদ্রাসা শিক্ষক/১৯৯, মোট শিক্ষক সংখ্যা/১৯৯, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত/২০৩, মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রবৃদ্ধি/২০৪, মাদ্রাসা শিক্ষকদের মোট প্রক্ষেপিত সংখ্যা, ২০১০-২০৫০/২১০, পেশাঃ মাদ্রাসা শিক্ষকতা/২১২, আর্থ-সামাজিক অবস্থা/২১৪

**অধ্যায় ১১ : মাদ্রাসায় নারীশিক্ষা/২২৫-২৩৬**

ইসলামে নারীর স্থান বা অবস্থান/২২৫, নারীশিক্ষা এবং মুসলিম বিশ্ব/২২৬, ইসলামি শিক্ষায় নারীবিচ্ছিন্নতা/২২৭, দক্ষিণ এশিয়া এবং বাংলাদেশে নারী শিক্ষা/২২৮, উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে/২৩১, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষা সম্পর্কে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি/২৩৩, নারীশিক্ষা; কওমি মাদ্রাসা/২৩৪, মহিলা মাদ্রাসায় নারীর অবস্থা : প্রতিবন্ধকতা/২৩৫

**অধ্যায় ১২ : চাহিদা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, প্রত্যাশা বা ভবিষ্যত, এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যাসমূহ/২৩৭-২৬৬**

চাহিদার কারণ/২৩৭, ধর্মীয় কারণ/২৪০, অর্থনৈতিক কারণ/২৪১, শিক্ষা এবং এ সম্পর্কিত কারণসমূহ/২৪২, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বা সম্ভাবনা/২৪৩, পেশার ধরন/২৪৩, বর্তমান কর্মসংস্থান সুযোগ এবং সম্ভাবনা/২৪৮, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং সরবরাহ/২৫০, প্রত্যাশা এবং সমস্যা/২৫৬, মাদ্রাসা শিক্ষার্থী কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষার সদস্যা এবং কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা চিহ্নিতকরণ/২৫৬, শিক্ষার্থী কর্তৃক তাদের সমস্যা সমাধানে প্রস্তাবনা/২৫৯, মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি/২৬১, পরিচালন পর্ষদের সদস্য এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা চিহ্নিতকরণ/২৬৩

**অধ্যায় ১৩ : মাদ্রাসার আকর্ষণীয় দিকসমূহ এবং আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসার মধ্যকার তুলনা/২৬৭-২৭৯**

আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বা উপাদানসমূহ/২৬৭, বিনোদন সুবিধা/২৬৯, সামাজিক কার্যক্রম/২৭০, অনাথাশ্রম/২৭১, আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসার মধ্যকার তুলনা/২৭২, আলিয়া বা কওমি মাদ্রাসায় অধ্যয়ন না করার কারণ/২৭৩, কওমি এবং আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যকার পার্থক্য/২৭৪, আলিয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে কওমি অভিমত/২৭৬, কওমি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলিয়া অভিমত/২৭৭

**অধ্যায় ১৪ : মাদ্রাসা শিক্ষা ও মৌলবাদের মধ্যে সম্পর্ক/২৮০-৩০৩**

পরিবর্তনশীল বিশ্বে মাদ্রাসা শিক্ষা/২৮০, মৌলবাদ ধারণার প্রেক্ষাপট ও উত্থান/২৮১, ধর্মীয় মৌলবাদের মূলনীতি/২৮৫, খ্রিস্টধর্মে মৌলবাদ/২৮৫,

ইসলামে মৌলবাদ/২৮৫, ধারণাটির ব্যবহার জনিত বিতর্ক/২৮৬, মাদ্রাসা শিক্ষার সম্পর্ক বর্তমান উদ্বেগ/২৮৭, সহিংসতার ক্রমোবৃদ্ধি/২৮৭, রাষ্ট্রের জন্য হুমকি/২৮৭, অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত/২৮৮, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদ/২৯১, গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য/৩০২

**অধ্যায় ১৫ : পরিপ্রেক্ষিত এবং শেষ কথা/৩০৪-৩১৪**

তাহলে কি বলা যায় মাদ্রাসা সম্পর্কে, বিশেষত বাংলাদেশের?/৩০৪, বাংলাদেশে মাদ্রাসার কাহিনি বা অবস্থা/৩০৬, নারীশিক্ষা/৩১০, মাদ্রাসা শিক্ষার চাহিদা/৩১১, ফলাবর্তন-সরবরাহ/৩১২, তাৎপর্যপূর্ণ দিক/৩১৩

সমাপনী কথা/৩১৫-৩১৮

পুনশ্চ/৩১৯-৩২০

**পরিশিষ্টসমূহ**

পরিশিষ্ট-১ জরিপভিত্তিক তথ্য সারণি/৩২১-৩৭২

পরিশিষ্ট-২ তথ্য সংগ্রহ উপকরণসমূহ/৩৭৩-৪১৮

পরিশিষ্ট-৩ গবেষণা এলাকা/৪১৯-৪২৪

পরিভাষা/৪২৫-৪২৯

তথ্যপঞ্জি/৪৩০-৪৩৮

নির্ঘণ্ট/৪৩৯-৪৫২

আবুল বারাকাত-এর নির্বাচিত গ্রন্থ/৪৫৩-৪৫৫

# মানচিত্র, চিত্র, সারণি ও প্রদর্শ তালিকা


মানচিত্র ১ : বাংলাদেশের মানচিত্রে গবেষণা এলাকা/৩২


*চিত্র*


চিত্র ১ : গবেষণা পন্থার ধারণাগত কাঠামো/২৯
চিত্র ২ : গবেষণা কার্যক্রমের তিনটি প্রধান তথ্য ব্লক/৩০
চিত্র ৩ : শিক্ষা বিশ্লেষণের একটি রূপরেখা/৪০
চিত্র ৪ : বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা/৫৩
চিত্র ৫ : বাংলাদেশে হিসেবকৃত মোট মাদ্রাসা সংখ্যা, ২০০৮/১০৭
চিত্র ৬ : শিক্ষা প্রদানের সর্বোচ্চ শ্রেণি অনুযায়ী আলিয়া মাদ্রাসার বন্টন (%)/১০৮
চিত্র ৭ : শিক্ষাদানের সর্বোচ্চ শ্রেণি অনুযায়ী কওমি মাদ্রাসার গঠন/১০৯
চিত্র ৮ : গ্রাম শহরে মাদ্রাসার সংখ্যা/১১০
চিত্র ৯ : বাংলাদেশে মাদ্রাসা, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মসজিদের সংখ্যা, ২০০৮/১১১
চিত্র ১০ : মাদ্রাসার বৃদ্ধির ঐতিহাসিক প্রবণতা/১১২
চিত্র ১১ : আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসার বৃদ্ধির ঐতিহাসিক প্রবণতা/১১২
চিত্র ১২ : সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসার মোট সংখ্যা/১১৩
চিত্র ১৩ : ১৯৫১-২০০৮ সময়কালে নমুনা এলাকায় মাদ্রাসা বৃদ্ধির বার্ষিক হার/১১৪
চিত্র ১৪ : মাদ্রাসা এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বৃদ্ধির হার, ১৯৭০-২০০৫ (%)/১১৪
চিত্র ১৫ : বাৎসরিক মাদ্রাসা বৃদ্ধির হার/১১৫
চিত্র ১৬ : ধরন অনুযায়ী বাৎসরিক মাদ্রাসা বৃদ্ধির হার/১১৬
চিত্র ১৭ : ২০১০-২০৫০ সালে মাদ্রাসার মোট প্রক্ষেপিত সংখ্যা/১২১
চিত্র ১৮ : মাদ্রাসা ক্যাম্পাসের (আঙ্গিনার) আয়তন (শতক)/১২৩
চিত্র ১৯ : মাদ্রাসা ক্যাম্পাসের (আঙ্গিনা) জমি মালিকানা (%)/১২৪
চিত্র ২০ : মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের নির্মাণ সামগ্রীর প্রকৃতি (%)/১২৫
চিত্র ২১ : মাদ্রাসায় পাঠাগার সুবিধা (%)/১২৬
চিত্র ২২ : মাদ্রাসায় লিল্লাহ তহবিলের অস্তিত্ব (%)/১২৭
চিত্র ২৩ : মোট ছাত্রের শতকরা হিসেবে লিল্লাহ তহবিলের অধীনে ছাত্রদের অনুপাত (%)/১২৮

চিত্র ২৪ : মাদ্রাসা প্রতি অনাথ ছাত্রদের গড় সংখ্যা/১২৮
চিত্র ২৫ : মাদ্রাসা প্রতি নতুন অন্তর্ভুক্তির গড় সংখ্যা, ২০০৮/১২৯
চিত্র ২৬ : মাদ্রাসা প্রতি স্নাতক পাশ ছাত্রের গড় সংখ্যা, ২০০৫/১২৯
চিত্র ২৭ : মাদ্রাসা প্রতি নতুন অন্তর্ভুক্তি এবং স্নাতক পাশ ছাত্রের গড় সংখ্যা, ২০০৮/১৩০
চিত্র ২৮ : মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কাঠামো (%)/১৩৩
চিত্র ২৯ : ব্যবস্থাপনা কমিটি/পরিচালন পর্ষদের সদস্য সংখ্যা (%)/১৩৩
চিত্র ৩০ : মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনার গঠন প্রকৃতি/১৩৪
চিত্র ৩১ : মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনার প্রতি শিক্ষকদের সন্তুষ্টি (%)/১৩৪
চিত্র ৩২ : পরিচালন পর্ষদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)/১৩৫
চিত্র ৩৩ : পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের পেশা (%)/১৩৬
চিত্র ৩৪ : পরিচালন পর্ষদ সদস্যদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা (%)/১৩৮
চিত্র ৩৫ : প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহে পরিচালন পর্ষদ সদস্যদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার মাত্রা (আন্তঃদল সম্পৃক্ততা)(%)/১৩৯
চিত্র ৩৬ : মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মাদ্রাসায় শিক্ষার অবস্থান (%)/১৪০
চিত্র ৩৭ : আলিয়া মাদ্রাসার আর্থিক ব্যবস্থাপনা/১৪৪
চিত্র ৩৮ : কওমি মাদ্রাসার আর্থিক ব্যবস্থাপনা/১৪৬
চিত্র ৩৯ : আলিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক ব্যয় (%)/১৫১
চিত্র ৪০ : কওমি মাদ্রাসার বার্ষিক ব্যয় খাত (%)/১৫১
চিত্র ৪১ : মাসিক বেতনের ভিত্তিতে শিক্ষকদের বণ্টন (%)/১৫৬
চিত্র ৪২ : মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় (টাকা)/১৫৭
চিত্র ৪৩ : উৎসের ভিত্তিতে আলিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক আয় (%)/১৫৯
চিত্র ৪৪ : উৎসের ভিত্তিতে কওমি মাদ্রাসার বার্ষিক আয় (%)/১৬০
চিত্র ৪৫ : আলিয়া মাদ্রাসায় সরকারি বাজেট (মিলিয়ন টাকায়)/১৬০
চিত্র ৪৬ : আলিয়া মাদ্রাসা সংখ্যা এবং এমপিও ভুক্ত আলিয়া মাদ্রাসা সংখ্যা/১৬১
চিত্র ৪৭ : মাদ্রাসার ধরন অনুযায়ী নিরূপিত মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা, ২০০৮/১৬৬
চিত্র ৪৮ : বিভিন্ন স্তরে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার্থী সংখ্যা (শতকরায়)/১৬৯
চিত্র ৪৯ : বিভিন্ন স্তরে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থী সংখ্যা (শতকরায়)/১৭০
চিত্র ৫০ : মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের গ্রাম ও শহরভিত্তিক বণ্টন (%)/১৭১
চিত্র ৫১ : শিক্ষার্থীদের নারী-পুরুষ অনুপাত (%)/১৭১
চিত্র ৫২ : মাদ্রাসা শিক্ষার্থী : আবাসিক এবং অনাবাসিক (%)/১৭২
চিত্র ৫৩ : মাদ্রাসা শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ১৯৫০-২০০৮ (লক্ষ)/১৭৩
চিত্র ৫৪ : ধরন অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার্থী বৃদ্ধি (মিলিয়নে)/১৭৪
চিত্র ৫৫ : মাদ্রাসা এবং মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি সংখ্যা (মিলিয়নে)/১৭৫
চিত্র ৫৬ : ১৯৫১-২০০৮ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বার্ষিক বৃদ্ধির হার/১৭৬
চিত্র ৫৭ : মাদ্রাসা এবং মূলধারার শিক্ষার শিক্ষার্থীর বার্ষিক বৃদ্ধির হার (১৯৭০-২০০৫)/১৭৭
চিত্র ৫৮ : ১৯৫১-২০০৮ সালের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার/১৭৮
চিত্র ৫৯ : মাদ্রাসার ধরন অনুযায়ী শিক্ষার্থী বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১৯৫১-২০০৮/১৭৯
চিত্র ৬০ : মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর প্রক্ষেপণকৃত মোট সংখ্যা ২০১০-২০৫০ (লক্ষ)/১৭৯

চিত্র ৬১ : খানার সদস্যদের শিক্ষার অবস্থা (%)/১৮৩
চিত্র ৬২ : পরিবারের সদস্যদের প্রধান পেশাসমূহ/১৮৪
চিত্র ৬৩ : নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন (%)/১৮৫
চিত্র ৬৪ : দারিদ্রের চিত্র-ডিসিআই পদ্ধতি (%)/১৮৬
চিত্র ৬৫ : শিক্ষার্থীদের তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে অনুধাবন (%)/১৮৮
চিত্র ৬৬ : উচ্চশিক্ষার জন্য পরিকল্পনার কথা বলেছে এমন শিক্ষার্থী (%)/১৯৩
চিত্র ৬৭ : মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের নাগরিক জ্ঞান এবং চর্চা/১৯৫
চিত্র ৬৮ : মোট মাদ্রাসা শিক্ষক সংখ্যা, ২০০৮/২০০
চিত্র ৬৯ : মাদ্রাসা শিক্ষক সংখ্যা প্রবৃদ্ধি সংখ্যা/২০৫
চিত্র ৭০ : বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষক প্রবৃদ্ধি/২০৫
চিত্র ৭১ : মাদ্রাসা শিক্ষক এবং মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রবৃদ্ধি/২০৬
চিত্র ৭২ : ১৯৫১-২০০৯ পর্যন্ত শিক্ষক বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)/২০৬
চিত্র ৭৩ : ১৯৭০-২০০5 সালের মধ্যে মাদ্রাসা এবং মূলধারার শিক্ষকের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার/২০৭
চিত্র ৭৪ : মাদ্রাসা শিক্ষকদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার, ১৯৫২-২০০৮/২০৮
চিত্র ৭৫ : মাদ্রাসার ধরন অনুযায়ী শিক্ষক প্রবৃদ্ধির বার্ষিক হার/২০৯
চিত্র ৭৬ : ২০১০-২০৫০ সালে প্রক্ষেপিত মাদ্রাসা শিক্ষকের মোট সংখ্যা/২১০
চিত্র ৭৭ : শিক্ষক কর্তৃক বর্ণিত পেশাগত সমস্যা (%)/২১৩
চিত্র ৭৮ : মাদ্রাসা শিক্ষকদের বার্ষিক খানার নিট আয় (টাকা)/২১৭
চিত্র ৭৯ : মাথাপিছু বার্ষিক নিট আয় (টাকা)/২১৭
চিত্র ৮০ : মাথাপিছু দৈনিক নিট আয় (টাকা)/২১৭
চিত্র ৮১ : আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের খানার সমন্বিত বার্ষিক নিট আয় (%)/২১৯
চিত্র ৮২ : কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের খানার সমন্বিত বার্ষিক নিট আয় (%)/২১৯
চিত্র ৮৩ : শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার গুণগত মূল্যায়ন (%)/২২০
চিত্র ৮৪ : খানার অবস্থা : সরাসরি ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি (%)/২২১
চিত্র ৮৫ : শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থা : গুণগত মূল্যায়ন (%)/২২২
চিত্র ৮৬ : মাদ্রাসা শিক্ষকদের সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থার নৈর্বাচনিকতা/২২২
চিত্র ৮৭ : শিক্ষকদের তাদের সন্তানদের মূলধারার আধুনিক শিক্ষায় প্রেরণের কারণসমূহ (%)/২২৪
চিত্র ৮৮ : আর্থ-সামাজিক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা/২৫৩
চিত্র ৮৯ : মাদ্রাসা শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টিতে প্রভাবকারী উপাদানসমূহ (%)/২৬৮
চিত্র ৯০ : মাদ্রাসা শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টিকারী ধর্মীয় উপাদানসমূহ (%)/২৪০
চিত্র ৯১ : মাদ্রাসা শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ (%)/২৪১
চিত্র ৯২ : মাদ্রাসা শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টিতে প্রভাবক শিক্ষা এবং এ সম্পর্কিত উপাদানসমূহ (%)/২৪২
চিত্র ৯৩ : শিক্ষার্থী কর্তৃক বর্ণিত কর্মসংস্থানের সুযোগ (%)/২৪৯
চিত্র ৯৪ : চাকরি পেতে মাদ্রাসা শিক্ষার কার্যকারিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন (%)/২৫০
চিত্র ৯৫ : মাদ্রাসা ডিগ্রিধারীর চাহিদা এবং সরবরাহ : শিক্ষক-অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত/২৫২

চিত্র ৯৬ : মাদ্রাসা ডিগ্রিধারীদের বার্ষিক চাহিদা এবং সরবরাহ : শিক্ষক-অভিভাবক প্রদত্ত তথ্য এবং লেখকের অনুমান/২৫৩
চিত্র ৯৭ : অতিরিক্ত সরবরাহের সংখ্যা : অনুদার এবং উদার নিরূপণ (২০০৮)/২৫৪
চিত্র ৯৮ : শিক্ষার্থী কর্তৃক বর্ণিত সমস্যাসমূহ/২৫৯
চিত্র ৯৯ : শিক্ষার্থী কর্তৃক তাদের সমস্যা সমাধানে প্রস্তাবনা/২৬০
চিত্র ১০০ : মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাসমূহ/২৬২
চিত্র ১০১ : মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা/২৬৪
চিত্র ১০২ : মাদ্রাসা শিক্ষার আকর্ষণীয় দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মন্তব্য বা অভিমত/২৬৯
চিত্র ১০৩ : সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (শতকরা)/২৭১
চিত্র ১০৪ : কওমি মাদ্রাসায় অধ্যয়ন না করার কারণ/২৭৩
চিত্র ১০৫ : আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন না করার কারণ/২৭৪
চিত্র ১০৬ : বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক মডেল/২৮৩
চিত্র ১০৭ : বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলোর কৌশলগত নির্ভরশীলতার মডেল/৩০০
চিত্র ১০৮ : জঙ্গি কার্যক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবহার/৩০২

*সারণি*

সারণি ১ : নমুনার আকার/১৮
সারণি ২ : তথ্য সংগ্রহের উপকরণ, উত্তরদাতা এবং নমুনার সংখ্যা/৩৩
সারণি ৩ : তালিকাভুক্তিসহ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানসমূহ, ২০০৪/৫৫
সারণি ৪ : বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক সংখ্যা, ২০০৩ এবং ২০০৪/৫৯
সারণি ৫ : ১১-১৫ বছর বয়সীদের স্কুলে যাওয়ার হার বণ্টন, ২০০৫/৬০
সারণি ৬ : প্রতিষ্ঠান-গ্রাম-শহর-লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যার হার বণ্টন, ২০০৫/৬১
সারণি ৭ : বাংলাদেশে মোট মাদ্রাসা, ২০০৮/১০৬
সারণি ৮ : ধরন এবং দশক অনুযায়ী মাদ্রাসার বাৎসরিক বৃদ্ধির হার (নমুনা এলাকায়)/১১৭
সারণি ৯ : মাদ্রাসা জনসংখ্যা এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনসংখ্যার অনুপাত/১২০
সারণি ১০ : প্রক্ষেপিত আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি : ২০১০-২০৫০/১২৩
সারণি ১১ : নমুনা মাদ্রাসার বার্ষিক ব্যয় (টাকা)/১৫০
সারণি ১২ : আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন কাঠামো (মাসিক)/১৫৪
সারণি ১৩ : কওমি মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন কাঠামো/১৫৫
সারণি ১৪ : মাদ্রাসার মোট বার্ষিক ব্যয়, ২০০৮/১৫৭
সারণি ১৫ : গড়ে একটি মাদ্রাসার অর্থায়নের ভিত্তিতে মোট আয়, ২০০৮/১৫৮
সারণি ১৬ : বাংলাদেশে মোট মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, ২০০৮/১৬৬
সারণি ১৭ : নমুনাকৃত এলাকায় সময়কাল অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বার্ষিক বৃদ্ধি হার/১৭৭
সারণি ১৮ : আলিয়া এবং কওমি মাদ্রাসায় অনুমিত মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০১০-২০৫০ (১০ লক্ষে)/১৮১
সারণি ১৯ : পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ/১৯০
সারণি ২০ : পাঠক্রমের বহির্ভূত বিষয়সমূহের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ (%)/১৯২
সারণি ২১ : উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহের প্রতিষ্ঠানসমূহ (শতকরায়)/১৯৪

সারণি ২২ : বাংলাদেশে মোট মাদ্রাসা শিক্ষক সংখ্যা/২০১
সারণি ২৩ : মাদ্রাসায় শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, ২০০৮/২০৪
সারণি ২৪ : নমুনাকৃত এলাকার সময়কাল অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)/২০৮
সারণি ২৫ : ২০১০-২০৫০ সালে আলিয়া এবং কওমি মাদ্রাসার প্রক্ষেপিত শিক্ষক সংখ্যা/২১১
সারণি ২৬ : মাদ্রাসা শিক্ষকদের বার্ষিক গড় খানার নিট আয় উৎসভিত্তিক (টাকায়)/২১৮
সারণি ২৭ : মাদ্রাসায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যার হার/২৩১
সারণি ২৮ : উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা আছে এমন শিক্ষার্থী (%)/২৩২
সারণি ২৯ : প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ (%)/২৩২
সারণি ৩০ : অভিভাবক কর্তৃক তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় প্রেরণের কারণসমূহ (%)/ ২৩৯
সারণি ৩১ : মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের পেশা (শিক্ষক এবং অভিভাবকদের তথ্যানুযায়ী [%]/২৪৪
সারণি ৩২ : প্রধান পেশা হিসেবে শিক্ষার্থীদের পছন্দ (%)/২৪৭
সারণি ৩৩ : ডিগ্রিধারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মত (%)/২৪৮
সারণি ৩৪ : ২০০৮-০৯ সালে মাদ্রাসা ডিগ্রিধারীদের চাহিদা এবং সরবরাহ/২৫১
সারণি ৩৫ : মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ বা প্রস্তাবনা/২৫৫
সারণি ৩৬ : শিক্ষার্থী কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা চিহ্নিতকরণ/২৫৮
সারণি ৩৭ : শিক্ষার্থী কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা সমাধানে পরামর্শসমূহ/২৬১
সারণি ৩৮ : মাদ্রাসা শিক্ষা সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ/২৬৩
সারণি ৩৯ : শিক্ষা বহির্ভূত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (%)/২৭০

*প্রদর্শ*

প্রদর্শ ১ : ভারতীয় উপমহাদেশে মাদ্রাসার উন্নয়নের ধারাক্রম/৮৭
প্রদর্শ ২ : মাদ্রাসা পুনর্গঠনের জন্য কমিটি/কমিশনের কালানুক্রম/৯৬
প্রদর্শ ৩ : বাংলাদেশে মাদ্রাসার মোট সংখ্যা নিরূপণের হিসেব পদ্ধতি/১০৫
প্রদর্শ ৪ : মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ধরন পরিমাপের পদ্ধতি/১১৩
প্রদর্শ ৫ : বৃদ্ধির হার পরিমাপের পদ্ধতি/১১৫
প্রদর্শ ৬ : মোট মাদ্রাসার প্রক্ষেপণ/অনুমিত সংখ্যা পরিমাপের পদ্ধতি/১২২
প্রদর্শ ৭ : মাদ্রাসার ভবন: গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য/১২৫
প্রদর্শ ৮ : 'রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা' সংজ্ঞায়িতকরণ/১৩৭
প্রদর্শ ৯ : কওমি মাদ্রাসার অনুদানের একটি রশিদ-ছক/১৪৭
প্রদর্শ ১০ : বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বুকলেট/১৪৯
প্রদর্শ ১১ : মাদ্রাসার মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা নির্ধারণ পদ্ধতি/১৬৭
প্রদর্শ ১২ : মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বার্ষিক বৃদ্ধির হার নিরূপণ পদ্ধতি/১৭৬
প্রদর্শ ১৩ : মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের প্রক্ষেপিত মোট সংখ্যা নির্ধারণ পদ্ধতি/১৮২
প্রদর্শ ১৪ : মাদ্রাসার মোট শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারণ পদ্ধতি (২০০৮)/২০১
প্রদর্শ ১৫ : মাদ্রাসা শিক্ষকদের পুরুষ-নারী অনুপাত/২০৩

প্রদর্শ ১৬ : মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রবৃদ্ধির হার নিরূপণ পদ্ধতি/২০৭
প্রদর্শ ১৭ : মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রক্ষেপিত মোট সংখ্যা নির্ধারণ পদ্ধতি/২১১
প্রদর্শ ১৮ : পদোন্নয়নের অভাবে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষকদের নতুন মাদ্রাসায় চাকরি শুরুকরণ/২১৪
প্রদর্শ ১৯ : বার্ষিক নিট আয়ের হিসাব/২১৫
প্রদর্শ ২০ : ছাত্রীর ওপর শারীরিক নির্যাতন/২৩৪
প্রদর্শ ২১ : মাদ্রাসা শিক্ষকের কন্যা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রী/২৩৫
প্রদর্শ ২২ : মাদ্রাসা পৃষ্ঠপোষকের নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি/২৩৬
প্রদর্শ ২৩ : মাদ্রাসা ডিগ্রিধারীদের সম্পর্কে কিছু মন্তব্য/২৬৫
প্রদর্শ ২৪ : মৌলবাদের নিরপেক্ষ অর্থ/২৮৫
প্রদর্শ ২৫ : মুফতি আবদুল হান্নান: মাদ্রাসা সৃষ্ট মৌলবাদী/২৮৯
প্রদর্শ ২৬ : রিমান্ডে মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব/২৯২
প্রদর্শ ২৭ : সন্ত্রাসবাদ: বাংলা ভাইয়ের উত্থান/২৯৫
প্রদর্শ ২৮ : মাদ্রাসায় সন্ত্রাসবাদের প্রশিক্ষণ/২৯৫
প্রদর্শ ২৯ : ময়মনসিংহের ভালুকায় সন্ত্রাসীর উপস্থিতি/অবস্থান/২৯৬
প্রদর্শ ৩০ : শায়খ আবদুর রহমানের স্বীকারোক্তি/২৯৬
প্রদর্শ ৩১ : মূলধারার ইসলামি দলের সাথে ধর্মীয় চরমপন্থিদের সম্পর্ক: অর্থায়নের উৎস/২৯৭

# গ্রন্থকারবৃন্দ

**আবুল বারকাত, পিএইচডি**
অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যান
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
(ই-মেইলঃ barkatabul71@gmail.com)

**রওশন আরা, পিএইচডি**
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

**এম তাহের উদ্দিন, এমএসএস**
সিনিয়র রিসার্চ এসোসিয়েট, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)

**ফরিদ মুস্তফা জাহিদ, এমএসএস**
সিনিয়র রিসার্চ এসোসিয়েট, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)

**মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, এমএসএস**
রিসার্চ এসোসিয়েট, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)

# প্রসঙ্গ বাংলা ভাষান্তর

ইংরেজি গ্রন্থটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলোচক, সুধীজন ও দর্শক-শ্রোতারা বইটি বাংলায় অনুবাদ করার জোর পরামর্শ ও তাগিদ দেন। এমনকি, ২০১২ সনে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বইটি যখন প্রেরণ করা হয় তখন লিখিতভাবে বাংলায় ভাষান্তর করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী পাঠক বারবার অনুরোধ জানান। মূলত উৎসাহী সকল পাঠকের আগ্রহ এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এমন একটি অবস্থান থেকেই বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিলম্বে হলেও ২০১১ সনে প্রকাশিত 'The Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh' গবেষণাগ্রন্থটি বাংলাদেশের সকল শ্রেণির পাঠকের সুবিধার্থে বাংলা ভাষায় অনূদিত হলো। এ গ্রন্থে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসসহ বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান হাল অবস্থা, গতিপ্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ, ছাত্র-শিক্ষকদের অবস্থা, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতাসহ আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। নির্মোহ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তব, প্রকৃত এবং বস্তুনিষ্ঠ চিত্র এ গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ায় বইটি শিক্ষানীতি প্রণেতাসহ বাংলাদেশের মাদ্রাসা-শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক ও সকল মহলের পাঠক-শ্রোতা পাঠ ও আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধা পাবেন।

ইংরেজি ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থটির বাংলা ভাষান্তরের কাজটি ছিলো জটিল ও সময় সাপেক্ষ। আর অনূদিত গ্রন্থটির মুদ্রণ ব্যয়ভার বহনের বিষয়টি সহজসাধ্য ছিলো না। এক্ষেত্রে এগিয়ে আসে এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)। এ জন্য আমি এএলআরডি-র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদার প্রতি কৃতজ্ঞ।

বাংলা ভাষান্তর করার ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সাংবাদিক শাহীন রেজা নূর, কুয়াত ইল ইসলাম আফজালুল বাসার এবং সাদাতউল্লাহ খান সমগ্র পাণ্ডুলিপি পড়ে দিয়েছেন– তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। বাংলা সংস্করণ প্রকাশনায় র‍্যামন পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী সৈয়দ রহমতউল্লাহ যে উদ্যোগী হয়েছেন সেজন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ। ভাষান্তর প্রক্রিয়ায় হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক (অর্থ) আবু তালেব, অফিস সচিব মো. মোজাম্মেল হক ব্যাপক সহযোগিতা করেছেন।

প্রিয় পাঠক, আশা করি অনূদিত এই বইটি আপনাদের মনোযোগ লাভে সক্ষম হবে। আপনাদের পরামর্শ পরবর্তীকালের সংস্করণে আমাদের আরও বিশুদ্ধ হতে সহযোগিতা করবে।

ধন্যবাদ।

জুলাই ২০১৭ **আবুল বারকাত**
ঢাকা

# কৃতজ্ঞতা

যদিও এ বইটি অনুসন্ধানমূলক বা গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এতে বাংলাদেশের মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তব, প্রকৃত এবং নিরপেক্ষ চিত্র তুলে ধরারও চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত, সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মীয় মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের উত্থান এবং সেইসাথে এ সম্পর্কিত প্রশ্নে বিতর্ক, প্রশ্ন, ভুল ধারণা, অবিশ্বাস এবং উদ্বেগ বিরাজ করায় গ্রন্থের লেখকরা এটাকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন। এসব উদ্বেগের প্রতিধ্বনি দেখা যায় শিক্ষাবিদ, গবেষক, রাজনীতিবিদ, আমলা, নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং দাতা-উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে যারা মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন।

গবেষণাগ্রন্থটিতে প্রধানত বাংলাদেশে মাদ্রাসা-শিক্ষার বর্তমান অবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, তবে সেইসাথে সময়ানুক্রমিক পরিক্রমা এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনাও করা হয়েছে। এটি মাদ্রাসা-শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত কর্মের গভীরতম সূক্ষ্ম দলিল। লেখকরা মাদ্রাসার সংখ্যা এবং বিকাশ; কালানুক্রমিক প্রবণতা; শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং বৃত্তান্ত; প্রশাসনিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা; মাদ্রাসা ডিগ্রিধারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যৎ অবস্থার ওপর বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেছেন। এই বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক এবং জরিপ-উপাত্তভিত্তিক। এছাড়া, মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য-উপাত্তও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে– যার মধ্যে আছে বাংলাদেশে মাদ্রাসা-শিক্ষা নিয়ে কাজ করে এমন বিভিন্ন সরকারি বিভাগ।

বর্তমান গ্রন্থটি দীর্ঘ চার বছরের (২০০৬ সাল থেকে) ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টার ফল যেখানে লেখকবৃন্দ নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন; বিশেষত গবেষণার প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের সময় নির্দিষ্টভাবে 'কওমি মাদ্রাসা'র তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে, সেইসাথে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং গণ্যমান্যদের যারা অবিশ্বাস আর সন্দেহের পরিবেশেও উপাত্ত সংগ্রহের শেষ পর্যন্ত গবেষণাদলকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া, আমরা সম্মানের সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই মাদ্রাসা শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সদস্যদের প্রকৃত ও হৃদ্যতাপূর্ণ সহযোগিতা এবং গবেষণাদলকে মূল্যবান পরামর্শ-প্রস্তাবনা দানের জন্য।

আমরা 'নিজেরা করি'র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। 'নিজেরা করি' এই গবেষণার গুরুত্ব এবং উপকারিতা উপলব্ধি করেছে এবং আন্তরিকভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। আমরা 'নিজেরা করি'র সমন্বয়ক খুশী কবিরের কাছে ঋণী। তিনি সমগ্র গবেষণা প্রক্রিয়ায় তাঁর স্থির সংকল্পবদ্ধ উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং অবশেষে গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহর গুণেছেন। খুশী কবির বিশেষত গবেষণার পরিকল্পনা নির্ধারণেও খুব উদার ছিলেন এবং পুরো গবেষণা প্রক্রিয়ায় আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন।

দুজন ইসলামি পণ্ডিত মাওলানা আবু সুফিয়ান এবং মাওলানা বজলুর রহমানের কাছ থেকে আমরা বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছি। তাঁরা গবেষণার শুরু থেকেই মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থার সঠিক এবং সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁরা ধর্মীয় বিষয় এবং পরিভাষাসমূহ সুস্পষ্টকরণে বিশেষত উপাত্ত বিশ্লেষণে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। এছাড়া আমরা কৃতজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং একজন নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী আবু সাঈদ আহমদের কাছে, যিনি মাদ্রাসা-শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি এ গবেষণা চলাকালে ইসলামি চিন্তাবিদদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের নিয়মিত সহযোগিতা করেছেন।

আমরা বিফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া, বাংলাদেশের মহাসচিব মওলানা আবদুল জব্বারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় তিনি আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। আমরা সত্যিকার অর্থেই মওলানা রুহুল আমীন খান, শায়খুল হাদিস, প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ (মুহতামিম), জামিয়াতুল সাহাবাহা, ঢাকা এবং যশোর রেলওয়ে স্টেশন কওমি মাদ্রাসার মুহতামিম জনাব মওলানা আনোয়ারুল করীম-এর সহযোগিতাকে সাধুবাদ জানাই। এঁরা আমাদের ইসলামি জ্ঞান ও সংস্কৃতির চেতনা, অবদান, সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি ও ইতিহাসসমৃদ্ধ জ্ঞান দিয়ে আমাদের সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা আমাদের কওমি মাদ্রাসার ভুল ধারণা সম্পর্কে বলেছেন। আমরা কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক শহীদুল বারীর অবদানকেও সাধুবাদ জানাই। তিনি আমাদের বহুসংখ্যক মাদ্রাসার ওপর পরিচালিত জরিপভিত্তিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন যা বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণে ভূমিকা রেখেছে।

আমরা বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের অবদানকে সাধুবাদ জানাই, বিশেষ করে বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সিদ্দিকুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের গবেষণা বিভাগের পরিচালক ডা. শাহাদত হোসেনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁরা মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা দিয়েছেন। আমরা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট এহসানুল হককে ধন্যবাদ জানাই। তিনি এই গ্রন্থের জন্য মাধ্যমিক

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। আমরা সেইসব পরিশ্রমী তথ্য সংগ্রহকারীর সীমাহীন সহযোগিতা পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম, যাঁরা তাঁদের সর্বোচ্চ সাবধানতা, প্রচেষ্টা, প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবধর্মী বুদ্ধি দিয়ে মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক, মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় সুশীল সমাজের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এজন্য মাঠপর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ড. সাইফুল হকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা এইচডিআরসির দুজন তরুণ গবেষক আসমার ওসমান এবং এনএন তরুণ চক্রবর্তীর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁরা সংশ্লিষ্ট গবেষণার পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্বে মূল্যবান অবদান রেখেছেন এবং বারবার সাহিত্য বিষয়গুলো পড়ে পর্যালোচনা করেছেন। গবেষণার পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এইচডিআরসির দুজন মেধাবী গবেষণা সহযোগী মুসা আহমেদ এবং তানিয়া আহমেদ চৌধুরীর অবদানকে সাধুবাদ জানাই।

এই গবেষণাগ্রন্থটি চূড়ান্তভাবে তৈরির সময় লেখকেরা অসংখ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং রাজনীতিবিদদের সাথে মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদেরকে প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করেন। বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান এবং উপদেশ দানের জন্য আমরা যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁরা হলেন: ড. অভিজিত পোদ্দার, অধ্যাপক মতিউর রহমান, অধ্যাপক সাদেকা হালিম, অধ্যাপক শফিক-উজ-জামান, অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত, ড. মর্তুজা মজিদ, ড. গোলাম মহিউদ্দিন, মো. শাহনেওয়াজ খান, কাজী মহিব এবং নূর আহমেদ।

গবেষণাগ্রন্থটির ধারণা ও অধ্যায়বিন্যাসে মিস ক্লাডিও জে ফোর্ড মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন এবং সূক্ষ্ম পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা তাঁকে অবশ্যই আন্তরিক সাধুবাদ জানাব। তাঁর সূক্ষ্ম সংশোধন ক্ষমতা এবং ভাষা সংক্রান্ত যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান তিনি এই বইতে রেখেছেন তা বইটির মান গভীরভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞতাভরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. শাহিনুর রহমান-এর কাছে ঋণ স্বীকার করছি যিনি খুব আন্তরিকভাবে বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে দিয়েছেন এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে শ্রম দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইফুল আলমের অবদানকে সাধুবাদ জানাই যিনি গ্রন্থটির নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিয়েছেন। আমরা বইটির উচ্চমানের ছাপা এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত বিষয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যিনি আন্তরিক এবং পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কাজ করেছেন র‍্যামন পাবলিশার্সের সেই স্বত্বাধিকারী সৈয়দ রহমতুল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই।

আমরা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবদানকে অবশ্যই কৃতজ্ঞতাভরে স্বীকার করব যারা সকল স্তরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ওবায়দুর রহমান এবং অজয় কুমার সাহা তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন; সাবেদ আলী এবং মোজাম্মেল হক টাইপ সেটিং, চিত্রসমূহ

প্রস্তুতকরণ, ছক তৈরি এবং পাণ্ডুলিপির একাধিকবার পুনঃটাইপ করার ক্ষেত্রে অনেক নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছেন এমনকি ছুটির দিনেও কাজ করেছেন। পুরো প্রক্রিয়ায় প্রশাসন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিকটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছেন আবু তালেব, মাঠ পর্যায়ের জটিল ব্যবস্থাপনার কাজগুলো সহজতর করেছেন কবিরুজ্জামান লাপ্পু, সবুর খান এবং আরিফ মিয়া। সবশেষে, কহিনুর বেগম, সৈয়দ জুন্নুন হাসান, মোহাম্মদ মঈন, রবিউল ইসলাম এবং ফয়েজ আহমেদকে ধন্যবাদ জানাই– এরা দিনের পর দিন গবেষক দল এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের অফুরন্ত সেবা দিয়ে এমনকি কর্মদিবসের পরেও সহযোগিতা দিয়ে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১ **আবুল বারকাত**